২৫৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 0৫/-৩-১৯৯৯ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১১ ...

# শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন

ডোনেশন দিয়ে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারটা এখন সকলেই মেনে নিয়েছে। দুই একজন প্রতিবাদ করলেও তাদের সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। বরং ডোনেশন দিয়ে ভাল সরকারি স্কুলে পুত্র বা কন্যাকে ভর্তি করানোর দলে তারাও ক্রমশ যোগ দিচ্ছে।

এখন শুধু ছাত্র নয়, ডোনেশন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগও একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রীতিমত রেট বেঁধে ডোনেশন দিয়ে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। নিলাম হাটের মতো এই ডোনেশনেরও ডাক উঠে। শোনা যায়, বিশেষ বিশেষ 'অর্থকরী' থানায় বদলির জন্য পুলিশ বিভাগে ট্রান্সফারের ডাক উঠে বা নিলাম হয়। বেসরকারি কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের ডোনেশনের হারও নিলামে উঠেছে। গড়পড়তা হার হচ্ছে, এমপিওভুক্ত কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার জন্যে যথাক্রমে এক লাখ ও পঁচাত্তর হাজার টাকা। এমপিওভুক্ত না হলে এই হার প্রতিক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা করে কম। ডোনেশন প্রথার ফলে মেধা তো এখন আর নিয়োগের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় থাকছে না। মেধা নেই ডোনেশন দেয়ার মতো টাকা আছে এমন প্রার্থী শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। মেধা আছে কিন্তু ডোনেশন দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই এমন প্রার্থী নিয়োগ পাচ্ছেন না। মেধাহীন শিক্ষকের ছাত্রও মেধাহীন হয়। আমরা তাই দেখছি আমাদের শিক্ষা জগতে। মেধাহীন শিক্ষার প্রসার ঘটছে।

শিক্ষা জগতের আরেকটি বড় সংকট হচ্ছে বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক। বিশেষ করে মফস্বলে মাস্টার্স পাস করা যে কোন তরুণ উদ্যোগ নিয়ে মিটিং বসিয়ে সাংগঠনিক কমিটি বানিয়ে যেমন তেমন করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালেই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম-কানুন আইনের কোন তোয়াক্কা না রেখেই। নিয়ম আছে তিন মাইল এলাকার মধ্যে কোন কলেজ থাকলে নতুন কলেজের অনুমোদন দেয়া হবে না। কিন্তু নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বহু বেসরকারি কলেজকে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। কলেজের টিচিং স্টাফ, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কেও কতগুলো নিয়ম রয়েছে যেগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই মানা হয় না। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব বেসরকারি কলেজের অনুমোদন নেয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ দিয়ে অনুমোদন নেয়া হচ্ছে। এই সব কলেজের শিক্ষার মান সম্পর্কে কারো কোন ভুল ধারণা করার অবকাশ নেই। যেভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় সেইভাবেই সেই মাপের শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ দেখার কেউ নেই।

দেশে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে এতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই। তরুণ উদ্যোক্তারা বেসরকারি খাতে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু নিয়ম-কানুন মেনে তো করতে হবে, মেধার অগ্রাধিকার তো দিতে হবে। সেটা হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে এদেশ যে অচিরেই শিক্ষিত মূর্খের দেশে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি বিষয়টির দিকে একটু নজর দেবেন।